দৈনিক ইত্তেফাক

27 AUG 2007
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

ছাত্র আন্দোলন প্রথমে স্বতঃস্ফূর্ত হলেও পরে অপরাধমূলক হয়ে যায়

.... ব্রিটিশ হাইকমিশনার

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী বলেছেন, সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলন প্রথমদিকে 'যথার্থ ও স্বতঃস্ফূর্ত' ছিল কিন্তু পরে তা ছিল সংগঠিত ও এতে প্রচুর অর্থ ঢালা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে আমরা যা শুনেছি তা থেকে ধারণা হল, প্রথমে আন্দোলনটি (১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র আন্দোলন প্রথমে

(১৬শ পৃঃ পর)

স্বতঃস্ফূর্ত হলেও পরে তা ছিল না। ঘটনার চেয়েও পরে তা বেশি হয়ে যায়। দ্রুত ঘটনাটি আরো বড় এবং পরে বেশি অপরাধমূলক হয়ে যায়। ব্রিটিশ হাইকমিশনার গতকাল রবিবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ কথা বলেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর সাথে কূটনীতিকদের বৈঠকে আনোয়ার চৌধুরী যোগ দেন।

দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশী কূটনীতিক ও মিশন প্রধানদের অবহিত করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে উপদেষ্টা সাংবাদিকদের জানান, বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী কূটনীতিকদের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তারা নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। সার্বিক পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পর্যায়ক্রমে কারফিউ শিথিল করা হচ্ছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা কূটনীতিকদের নিশ্চয়তা দেন যে, সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রোডম্যাপ লক্ষ্যচ্যুত হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সকল লক্ষ্য অর্জিত হবে। রোডম্যাপ বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এবং সরকার সংস্কারের পথ থেকেও সরে আসবে না।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী আরো বলেন, ছাত্রদের দাবির প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছেন এবং সরকার ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। অনেক নিরপেক্ষ মানুষ বুঝতে পারেনি কেন ঘটনার বিস্তার ভিন্ন-রূপ নিল। এটা জনগণের মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আমরা মনে করি এই ঘটনা ছিল বড় বিপর্যয় এবং এর পরিণতি আরো ভয়াবহ হতে পারত। সরকার খুব দ্রুত ধীর, স্থির ও দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে এবং পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। এক প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার চৌধুরী বলেন, এখন দ্রব্যমূল্য একটা বড় সমস্যা। জনগণ এতে খুব অসন্তুষ্ট। কিন্তু এর বাইরেও অনেক অগ্রগতি ও ভাল খবর আছে সেগুলো সম্ভবত পত্রিকায় পৌঁছে না। আমি শুনেছি রাজশাহীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে অগ্রগতি হচ্ছে। রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও অগ্রগতি আছে।

আনোয়ার চৌধুরী আরো বলেন, ব্রিটিশ সরকার চায় সকল পক্ষ শান্ত হোক, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করুক। সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের মূল এজেন্ডা থেকে লক্ষ্যচ্যুত না হলে আমরা খুব খুশি হব।